ভেড়ামারায় খাদ্য সামগ্রী পেলো ইজিবাইক চালকরা

করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) এর কারণে কর্মহীন হয়ে পড়া পাখিভ্যান,অটোরিকশা, সিএনজি ও অটোমেকানিক শ্রমিক মোট ৬০০ জনকে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে।

গতকাল বৃহস্পতিবার (১৬ এপ্রিল) সকালে ভেড়ামারা উপজেলা মাঠে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে এসব খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়।

খাদ্য সামগ্রী বিতরণকালে জাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক ও কুষ্টিয়া জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক আব্দুল আলীম স্বপন, ভেড়ামারা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান হাজী আখতারুজ্জামান মিঠু সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ এসময় উপস্থিত ছিলেন।

ভেড়ামারা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) সোহেল মারুফ জানান, করোনাভাইরাসে সব থেকে ক্ষতিগ্রস্ত যারা হয়েছেন তাদের মধ্যে অন্যতম পাখিভ্যান,অটোরিকশা, সিএনজি ও অটোমেকানিক শ্রমিক। এদের তালিকা করে মোট ৬শ জনের প্রত্যেককে চাউল ও কাঁচাবাজার প্রদান করা হয়।

তিনি জানান, উপজেলায় এসব চালক শ্রমিকদের খাদ্য সহায়তা হিসেবে সহায়তা করেছেন কুষ্টিয়া-২ আসনের মাননীয় সংসদ হাসানুল হক ইনু, উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান, পৌর মেয়রের ব্যক্তিগত তহবিল ও উপজেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় ৬ শ জনের মাঝে এসব খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়।

ইউনিয়ন থেকে ওয়ার্ড পর্যায়ে

ত্রাণ কমিটি করা হচ্ছে : হানিফ

আওয়ামীলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুবউল আলম হানিফ এমপি বলেছেন, ইউনিয়ন থেকে ওয়ার্ড পর্যায়ে ত্রাণ কমিটি করা হচ্ছে। এই কমিটি কর্মহীন মানুষ যাদের ত্রাণ সহায়তা দরকার তাদের তালিকা করে তাদেরকে ত্রাণ সহায়তা দেয়া শুরু হয়েছে। সারাদেশব্যাপী সমাজের সকল কর্মহীন মানুষের মাঝে এটা অব্যাহত থাকবে।

গতকাল বৃহস্পতিবার (১৬ এপ্রিল) বেলা সাড়ে ১১টায় কুষ্টিয়া আড়াইশ’ শয্যার জেনারেল হাসপাতালে করোনা ভাইরাস শনাক্ত করার পলিমার্স চেইন রিএকশান (পিসিআর) ল্যাব উদ্বোধনকালে সাংবাদিকদের তিনি এসব কথা বলেন।

পিসিআর ল্যাব উদ্বোধনের ফলে নতুন করে কুষ্টিয়ায় করোনা ভাইরাস শনাক্তের পরীক্ষা (টেষ্ট) শুরু হলো।

কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের আবাসিক মেডিকেল অফিসার (আরএমও) ডাঃ তাপস কুমার সরকার জানান, কুষ্টিয়াসহ আশপাশের কয়েক জেলার রোগীরা এখানে এসে নমুনা সংগ্রহ ও করোনা শনাক্তকরণ এবং চিকিৎসা নিবে। তবে ফলাফল ঘোষনা হবে আইইডিসিআর থেকে।

পিসিআর ল্যাব উদ্বোধনের সময় কুষ্টিয়ার জেলা প্রশাসক মোঃ আসলাম হোসেন, পুলিশ সুপার এসএম তানভির আরাফাত ও সিভিল সার্জন ডাঃ এ এইচ আনোয়ারুল ইসলামসহ স্বাস্থ্য বিভাগের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, কুষ্টিয়ায় করোনা আক্রান্ত রোগীদের জন্য বিভিন্ন হাসপাতালে ১০০ আইসোলেশন বেড প্রস্তুত রাখা হয়েছে। তবে কোন আইসিইউ ও ভেন্টিলেটর নেই এখানে। এখন পর্যন্ত কুষ্টিয়ায় করোনা আক্রান্ত রোগী শনাক্ত হয়নি।

মুজিবনগর দিবসের প্রস্তুতি পরিদর্শনে ডিসি-এসপি

১৭ এপ্রিল ঐতিহাসিক মুজিবনগর পালন উপলক্ষে মুজিবনগর আম্রকাননে সকল প্রস্তুতি পরিদর্শন করেছেন মেহেরপুর জেলা প্রশাসক আতাউল গনি ও পুলিশ সুপার মুরাদ আলী।

বৃহস্প্রতিবার বিকালে তারা মুজিবনগর সৃতিসৌধের সকল প্রস্তুতির যায়গা ঘুরে দেখেন।

এ সময় অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক তৌফিকুর রহমান, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জাহিদুল ইসলাম, পুলিশ সুপার(সার্কেল) মুস্তাফিজুর রহমান, মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার উসমান গনি, মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ আব্দুল হাশেম উপস্থিত ছিলেন।

উল্যেখ্য,করোনা ভাইরাস সংক্রমণ প্রতিরোধে ঐতিহাসিক মুজিবনগর দিবসের কর্মসূচি এবার সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে।

সংক্ষিপ্ত কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে সূর্যোদয়ের সাথে সাথে ৩১ বার তোপধ্বনি, স্মৃতিসোধে পুষ্পস্তবক অর্পণ, জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও তিন উপজেলায় তিনটি তোরণ নির্মাণ।

মেহেরপুরে ত্রাণের দাবিতে বন্দরবাসী

মেহেরপুর সদর উপজেলা বন্দর গ্রামে ত্রানের দাবিতে বিক্ষোভ করেছেন কর্মহীন মানুষরা।

বৃহস্পতিবার বিকালের দিকে বন্দর গ্রামের প্রায় অর্ধশত মানুষ খাদ্য সহায়তার দাবিতে রাস্তায় নেমে আসে।

এ সময় গ্রামবাসীরা ত্রান বিতরনে অনিয়মের অভিযোগ করেন।

তারা আরও জানায় ঘরে ঘরে সরকারী ত্রান পৌছানোর কথা থাকলেও তাদের কাছে খোজও নিচ্ছে না।

তাদের পরিবারে যে টুকু খাবার সংগ্রহ করা ছিলো এখন তা ফুরিয়ে যাচ্ছে এতে করে তো করোনার আগেই না খেতে পেয়ে মারা যাবো।

পেটে যদি খুধা থাকে তবে করোনাকে ভয় করে কি করবো।

আর কই দিন পরে তো বৌ বাচ্চা কে নিয়ে না খেয়ে থাকতে হবে।

পুরো দেশকে ঝুঁকিপূর্ণ ঘোষনা

দুই-তৃতীয়াংশ জেলায় নভেল করোনাভাইরাসের দেড় হাজারের বেশি রোগী পাওয়ার পাওয়ার পর গোটা দেশকে ঝুঁকিপূর্ণ ঘোষণা করেছে সরকার।

বৃহস্পতিবার স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এক বিজ্ঞপ্তিতে বলেছে, “যেহেতু বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় এই রোগের সংক্রমণ ঘটেছে। সেহেতু সংক্রামক রোগ (প্রতিরোধ, নিয়ন্ত্রণ ও নির্মূল) আইন, ২০১৮ এর ১১(১) ধারার ক্ষমতাবলে সমগ্র বাংলাদেশকে সংক্রমণের ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা ঘোষণা করা হল।”

এর আগে ৪৩ জেলায় এই পর্যন্ত এক হাজার ৫৭২ জন কোভিড-১৯ রোগী শনাক্ত করার কথা জানিয়েছিল স্বাস্থ্য অধিদপ্তর।

বৃহস্পতিবার সকাল ৮টা পর্যন্ত গত ২৪ ঘণ্টায় ১০ জনের মৃত্যু ঘটে করোনাভাইরাসে, এই সময়ে আক্রান্ত হন ৩৪১ জন। একদিনে এত বেশি নতুন রোগী আর মৃত্যু বাংলাদেশকে দেখতে হয়নি।

বৃহস্পতিবার পর্যন্ত ঢাকায় ৫৪৬ জন, নারায়ণগঞ্জে ২১৪ জন, গাজীপুরে ৫৩ জন, চট্টগ্রামে ৩১ জন, নরসিংদীতে ২৮ জন, মুন্সিগঞ্জে ২১ জন, মাদারীপুরে ১৯ জন, কিশোরগঞ্জে ১৭ জন, কুমিল্লায় ১৪ জন; গাইবান্ধা ও জামালপুরে ১২ জন করে, বরিশালে ১০ জন; গোপালগঞ্জ ও টাঙ্গাইলে ৯ নয় করে করোনাভাইরাসের রোগী পাওয়া গেছে।

এছাড়া ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ৮ জন, দিনাজপুর ও ময়মনসিংহে ৭ জন করে;

চাঁদপুর, নিলফামারী ও রাজবাড়ীতে ৬ জন করে; মানিকগঞ্জ ও শরিয়তপুরে ৫ জন করে; বরগুনা, নেত্রকোণা, পিরোজপুর ও রাজশাহীতে ৪ জন করে; ঝালকাঠি, শেরপুর ও ঠাকুরগাঁওয়ে ৩ জন করে; ফরিদপুর, কুরিগ্রাম, লালমনিরহাট, মৌলভীবাজার, পটুয়াখালী ও রংপুরে ২ জন করে এবং চুয়াডাঙ্গা, কক্সবাজার, হবিগঞ্জ, খুলনা, লক্ষ্মীপুর, নড়াইল, নোয়াখালী ও সুনামগঞ্জে একজন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত শনাক্ত হয়েছে।

ভাইরাসের বিস্তার ঠেকাতে ইতোমধ্যে ৪৮টি জেলা লকডাউন করেছে প্রশাসন। এর বাইরেও কিছু উপজেলা এবং কিছু অঞ্চলে লকডাউন জারি করেছে স্থানীয় প্রশাসন।

সুত্র- বিডিনিউজ২৪

মেপ্র/এমএফআর

করোনায় পুরো দেশ ঝুঁকিপূর্ণ ঘোষণা

করোনাভাইরাস বিস্তার রোধে পুরো দেশকে ঝুঁকিপূর্ণ ঘোষণা করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় স্বাস্থ্য অধিদফতরের মহাপরিচালক অধ্যাপক ডা. আবুল কালাম আজাদ স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ ঘোষণা দেয়া হয়।

দেশে করোনাভাইরাসে গত ২৪ ঘণ্টায় রেকর্ড ১০ জনের মৃত্যুর পরই এ ঘোষণা এল। এ ছাড়া একই দিন রেকর্ড সংখ্যক ৩৪১ জন রোগী শনাক্ত হয়েছে।

স্বাস্থ্য অধিদফতরের বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, করেনাভাইরাসের সংক্রমণ প্রশমনে জনগণকে অবশ্যই ঘরে অবস্থান করতে হবে। অতীব জরুরি প্রয়োজন ব্যতীত ঘরের বাইরে বের হওয়া যাবে না। এক এলাকা থেকে অন্য এলাকায় চলাচল কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হবে। এ ছাড়া সন্ধ্যা

৬টা থেকে সকাল ৬টা পর্যন্ত কেউ ঘরের বাইরে যেতে পারবে না।

এসব নির্দেশ অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট প্রশাসন ও কর্তৃপক্ষকে ব্যবস্থা নিতে বলা হয়েছে। যুগান্তর

মেহেরপুরে করোনা মোকাবেলায় ট্রাফিক পুলিশের অভিযান অব্যাহত

করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ থেকে মানুষকে রক্ষা করার লক্ষ্যে সতর্কতা অভিযান পরিচালনা করা হয় মেহেরপুর জেলা ট্রাফিক পুলিশের পক্ষ থেকে।

বৃহস্পতিবার বিকালে জেলা ট্রাফিক ইনস্পেক্টর ইসমাইল হোসেনের নেতৃত্বে এ অভিযান পরিচালনা করা হয় মেহেরপুর হোটেল বাজার মোড়ে।

মেহেরপুর জেলা ট্রাফিক ইনস্পেক্টর ইসমাইল জানান, করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ ঠেকাতে আমরা প্রতিনিয়ত অভিযান পরিচালনা করে যাচ্ছি, যারা অযথা রাস্তায় ঘোরাঘুরি করছে তাদের মামলা দেওয়া হয়েছে এবং বেশ কিছু অবৈধ যানবাহন আটক করা হয়েছে।

তিনি আরো জানান, যারা যথাযথ কাজের জন্য বাইরে এসেছে তাদেরকেও ছাড় দেওয়া হচ্ছে না এবং তাদেরকে বাসায় যাওয়ার জন্য বলা হয়েছে।

এসময় উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা ট্রাফিক ইন্সপেক্টর ২ মুজতবা ট্রাফিক সার্জেন্ট নাজমুল হোসেন ট্রাফিক টিএস আই মকবুল, উত্তম, ট্রাফিক এটিএসআই জাহাঙ্গীর প্রমুখ।

নারায়নগঞ্জ থেকে পাঁচ দিনে চুয়াডাঙ্গায় এসেছেন ২৬৫ জন

ঢাকা-নারায়নগঞ্জ থেকে আসা মানুষদের নিয়ে আতংকে আছেন চুয়াডাঙ্গার সচেতন মানুষরা। এদের মাধ্যমেই চুয়াডাঙ্গায় করোনা ছড়িয়ে পড়ার আশংকা করছেন অনেকে। এ দুটি জেলা থেকে অনেকেই চুয়াডাঙ্গায় ফিরে ঘরে না থেকে বাইরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন বলে অভিযোগ উঠেছে।

চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, গত পাঁচ দিনে ঢাকা ও নারায়নগঞ্জ থেকে চুয়াডাঙ্গায় এসেছেন ২৬৫ জন। তাদের হোম কোয়ারেন্টিনে রাখা হয়েছে। বৃহস্পতিবার পর্যন্ত হোম কোয়ারেন্টিনে আছেন ৩৯৭ জন। নতুন কেউ আক্রান্ত জেলা থেকে এলেই তাকে হোম কোয়ারেন্টিনে রাখা হচ্ছে।

অভিযোগ উঠেছে, অতি সম্প্রতি চুয়াডাঙ্গা পৌর এলাকার হাজরাহাটি গ্রামে নারায়নগঞ্জ থেকে আসেন এক যুবক। এসেই সে গা ঢাকা দিয়েছে। তাকে খুজে পাওয়া যাচ্ছে না। তার আত্মগোপনে থাকার কারণে এলাকায় ছড়িয়ে পড়েছে আতংক। পৌর এলাকার মুন্সীপাড়ার এক যুবকও নারায়নগঞ্জ থেকে এসে গোপনে ঘুরে বেড়াচ্ছেন বলে অভিযোগ উঠেছে।

চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক নজরুল ইসলাম সরকার জানান, জেলা প্রশাসন কঠোর অবস্থানে আছে। ঢাকা-নারায়নগঞ্জ থেকে আসা কাউকে কোনোক্রমেই ঘরের বাইরে যেতে দেওয়া হবে না। তাদের হোম কোয়ারেন্টিন নিশ্চিত করা হবে। কেউ গোপনে এসে থাকলে প্রশাসনকে জানানোর অনুরোধ করা হয়েছে।

মেহেরপুরে আজ পর্যন্ত কোন করোনা সনাক্ত হয়নি

মেহেরপুরে আজ পর্যন্ত কোন করোনা আক্রান্ত রোগী সনাক্ত হয়নি। আজ পর্যন্ত মেহেরপুর জেলা করোনা মুক্ত বলে জানান মেহেরপুর সিভিল

সার্জন।

আজ বৃহস্পতিবার ২২ জনের রিপোর্ট এসেছে এদের মধ্যে সবাই করোনা নেগেটিভ।

এর আগে বুধবার পর্যন্ত রিপোর্ট এসেছিল ৮৪ জনের মোট মেহেরপুর জেলায় ১০৬ জনের করোনা রিপোর্ট এসেছে এদের প্রত্যেকের নেগেটিভ।

মেহেরপুর সিভিল সার্জন ডা. নাসির উদ্দিন বিষয়টি নিশ্চিত করেন।

ত্রাণ দেওয়ার নামে দরিদ্র অসহায় মানুষের সাথে প্রতারণা করলেন ইবি প্রশাসন

ত্রাণ দেওয়ার নামে দরিদ্র অসহায় মানুষের সাথে প্রতারণা করলেন কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের (ইবি) প্রশাসন।

জানা যায়, ক্যাম্পাসে থাকা বিভিন্ন ভ্যানচালক, বাদাম বিক্রেতা, শসা বিক্রেতা, ঝালমুড়ি, ফুচকা চটপটি বিক্রেতাসহ কর্মহীন হয়ে পড়া মানুষদের খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করবে বলে সারাদিন বসিয়ে রেখে ও খালি হাতে ফিরিয়ে দিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন।

সবাইকে সামাজিক দূরত্ব বজায় না রেখে গাদাগাদি করে এমন খাদ্য সামগ্রী বিতরণের আয়োজনকে নেতিবাচক হিসেবে দেখছে অনেকেই।
গতকাল বুধবার সকাল ৮টা থেকে দুপুর একটা পর্যন্ত দাঁড় করিয়ে রেখে সব মানুষদের খাদ্য সামগ্রী বিতরণ না করায় ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে তারা।
তারা ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, খাদ্যসামগ্রী না দিয়ে সারাদিন দাঁড় করিয়ে রাখার কোন মানে হয় না। আমরা গরীব অসহায় বলে আমাদের এভাবে দাঁড়িয়ে রাখাটা যেন তাদের কাছে আমাদের কাছে মানুষ বলে গণ্য করে না।

ঝালমুড়ি বিক্রেতা তাহাজ্জদ আলী, ডাব বিক্রেতা সোহেল মিয়া, শরবত

বিক্রেতা মাজিদুলসহ আরও কয়েকজন জানান, আমাদের সকাল আটটার সময় ডেকে এনে দুপুর একটা পর্যন্ত কেউ কিছু খাদ্যসামগ্রী না দিয়ে আমাদের ফিরিয়ে দিয়েছে। আমরা খুব কষ্ট পেয়েছি।

এদিকে অসহায় দরিদ্র দিনমজুরিদের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ হবে এমন খবর পেয়ে ক্যাম্পাসের আশপাশ এলাকার আরো কয়েকশ দরিদ্র ব্যক্তির বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটকে ভিড় করে। তবে তাদের ভেতরে প্রবেশ করতে না দেওয়ায় তারা খাদ্য সামগ্রী পাওয়ার জন্য ক্ষোভ প্রকাশ করে। পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনের নির্দেশে তাদেরকে সেখান থেকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়।

এসব বিষয় নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর প্রফেসর পরেশ বর্মন এর সাথে কথা হলে তিনি জানান, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কোন খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করছে না। তবে বিভিন্ন গ্রুপ খাদ্য সামগ্রী বিতরণ না করে অর্থ সহায়তা দেওয়ার জন্য তালিকা করছিল। তাই বিশ্ববিদ্যালয়ে কেউ হাজির না হলেও তাদেরকে বাড়িতে বাড়িতে অথবা বিকাশ একাউন্টে অর্থ সহায়তা প্রদান করা হবে বলেও জানান তিনি।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটকে এত লোক সমাগম কেন জানতে চাইলে তিনি বলেন, আমি নিজেও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটকে ঢুকতে গিয়ে দেখেছি অনেক লোকজন ত্রাণ নিতে এসেছে। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন কোনো ত্রাণ বিতরণ করছে না মর্মে তাদেরকে সেখান থেকে সরিয়ে দিয়েছি।